পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

# আহমদী

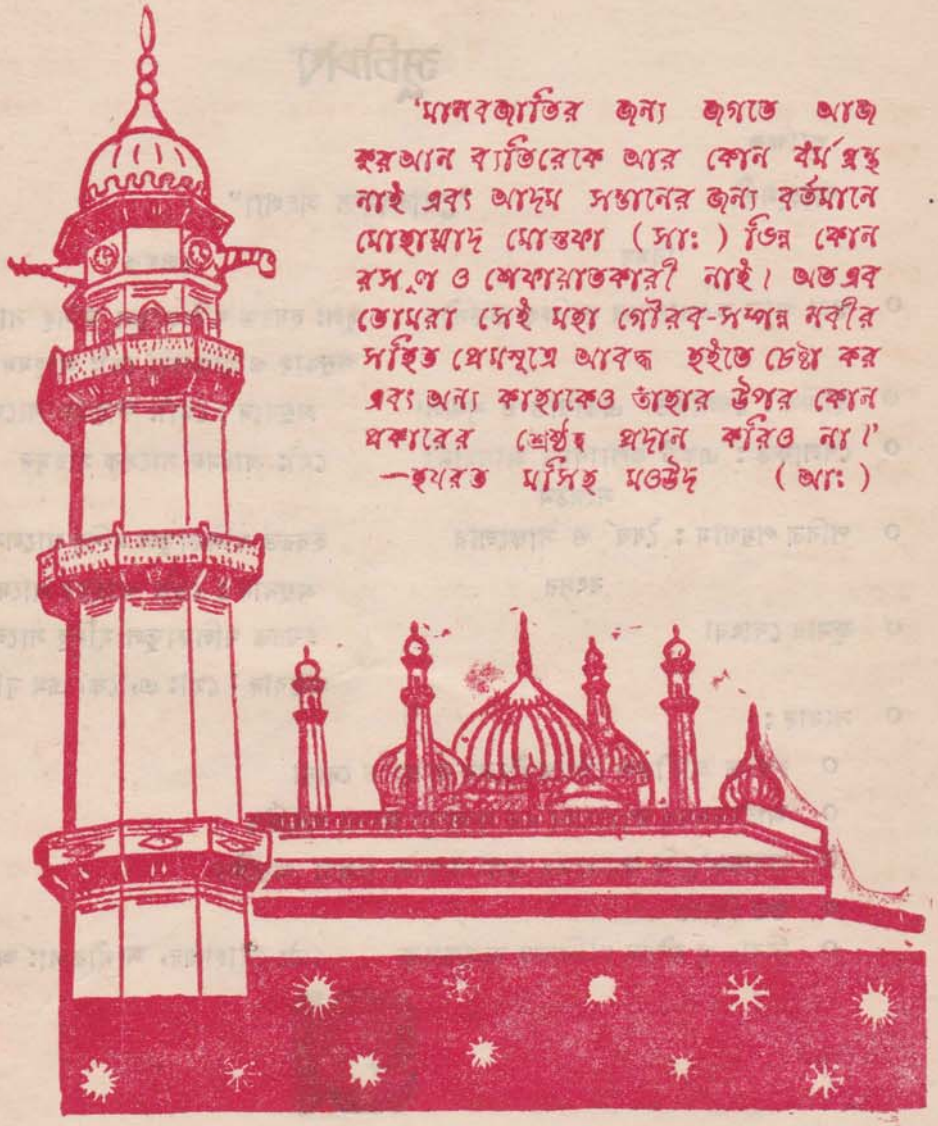

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'

—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)


সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা

৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২ বাংলা : ১৫ই জুন, ১৯৭৫ ইং : ৪ঠা জমাঃ সানি, ১৩৯৫ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

# সূচীপত্র

পাক্ষিক ২৯শ বর্ষ
আহ্‌মদী "খোলাফত সংখ্যা" ৩য় সংখ্যা

| বিষয় | লেখক | পৃঃ |
|---|---|---|
| ○ সুরা আল-কওসার-এর সংক্ষিপ্ত তফসীর | মূলঃ হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ ও সংকলনঃ মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ | ১ |
| ○ হাদিস : খেলাফত, এতায়াত ও শৃঙ্খলা | অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ | ৩ |
| ○ খেলাফত : একটি কল্যাণময় আসমানী সংগঠন | মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ | ৪ |
| ○ পবিত্র পয়গাম : ধৈর্য ও সাফল্যের বৎসর | হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ | ১১ |
| ○ জুমার খোৎবা | হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মোঃ এ, কে, এম মুহিবুল্লাহ্ | ১৩ |
| ○ সংবাদ : | | |
| ○ হযরত আমীরুল মোমেনীনের স্বাস্থ্য ও দোয়া | | ১৯ |
| ○ আহমদনগর জামাতের ৫ম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত | | ২০ |
| ○ হেলেঞ্চাকুড়ি জামাতের ১লা সালানা জলসা অনুষ্ঠিত | | ২১ |
| ○ শুভ বিবাহ | | ২২ |
| ○ বিবাহ ও জীবন হাদিসের আলোকে | মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর বাঃ আঃ | ২২ |

## বিশেষ দ্রষ্টব্য

অনিবার্য কারণ বশত : প্রুফ রিডিং-এর অভাবে গত সংখ্যায় জুমার খোৎবা অনেক ভুল ভ্রান্তি সহ ছাপিয়া গিয়াছে। তজ্জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। খোৎবার গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ইনশাআল্লাহ উহা আহমদীতে পুনরায় ছাপা হইবে।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

# আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ১য় সংখ্যা :

৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২বাং : ১৫ই জুন, ১৯৭৫ইং : ৩১শে এহসান, ১৩৫৪ হিজরী শামসী :

## সুরা আল-কওসার

### সংক্ষিপ্ত তফ্‌সীর

( পূর্ব প্রকাশিতের পর—৬ )

[ হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসিহ সানী ( রাঃ ) প্রণীত 'তফসীরে কবীর' হইতে সংক্ষেপিত ও অনুদিত ] —মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

### খতমে-নবুওত শ্রেষ্ঠ নিদর্শন

মোট কথা, আল্লাহ-তায়ালা হযরত মোহম্মাদ ( সাঃ )-কে অন্যান্য সকল নবীর উপরে এই ফজিলত ও অতুলনীয় মর্যাদা দান করিয়াছেন যে, তাঁহার কামেল শিষ্যগণ নবুওতের মকামে পেঁৗছিতে পারেন, কিন্তু সেই নবুওত হইবে যিল্লী ও বুরুজী, অর্থাৎ নবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর পূর্ণ গোলাম ও শিষ্যই থাকিবেন।

কিছু লোক আপত্তি করিয়া থাকেন যে, নবী শব্দ বা নামের মধ্যে অন্যকেও শরীক করা হইলে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অবমাননা করা হয়। কিন্তু উক্ত আপত্তি স্বল্প বিচার-বিবেচনা প্রসূতই বটে। দুনিয়াতে হাজারো দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে, শিক্ষকও এম. এ. এবং তাঁহার ছাত্রগণও এম. এ, কিন্তু সেজন্য কি তাহারা একই পর্যায় ভুক্ত হইয়া যায়? মানুষে কি ইহাও দেখেনা যে কলেজের প্রিন্সিপালও এম. এ. এবং অন্যান্য প্রফেসরগণও এম. এ. হইয়া থাকেন, তারপর তাহাদের ছাত্রগণও এম. এ. পাশ করে। ইহাতে কি তাঁহাদের (প্রিন্সিপাল ও প্রফেসারগণের ) অবমাননা হইয়া থাকে? প্রতক্বপক্ষে যে প্রফেসারের যত বেশী শিষ্য পাশ করিয়া এম. এ. ডিগ্রি লাভ করে, তত বেশী সেই প্রিন্সিপাল বা প্রফেসরগণকে সম্মান

দেওয়া হয়। অথচ ছাত্রগণও বাহ্যিকভাবে তাহার নামের মধ্যে শরীক হইয়া যায়। সুতরাং নামে শরীক হওয়ায় কিছু যায় আসে না, আসল বিষয় হইল দর্জা বা মর্যাদায় শরীক হওয়া। আমাদের আকীদা হইল এই যে, কোন ব্যক্তিই মর্যাদা লাভে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ আঃ)-কে অতিক্রম করিতে পারে না, সে অবশ্য অবশ্যই তাঁহার গোলাম ও শিষ্য হইয়াই থাকিবে। সুতরাং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর কোন শিষ্য যদি তাঁহার গোলামীতে নবুওত লাভ করে, তাহা হইলে ইহা প্রকৃত-পক্ষে তাঁহার (সাঃ) সম্মান বৃদ্ধির কারণ বটে, তাঁহার সম্মান হানীর করণ কখনও হইতে পারে না। যেমন, একজন প্রিন্সিপালের ছাত্রগণ-দের এম. এ. পাস করায় তাঁহার কোন অবমাননা হয় না, বরং তাঁহার শিষ্যত্বে তাহাদের এম. এ. ডিগ্রি লাভ করা তাঁহার সম্মান বৃদ্ধির কারণ হয়। মোট কথা, হযরত মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শিষ্যগণ তো (উম্মতী) নবী হইতে পারেন। (সুরা নেসা : ৭০) কিন্তু অন্যান্য সকল নবীর শিষ্যগণ শুধুমাত্র সিদ্দিক ও শহীদের দর্জা পর্যন্ত পৌছিতে পারিতেন। (সুরা হাদীদ : ২০) সুতরাং এই রূপেও তিনি সমগ্র নবীর মোকাবেলায় একটি তুলনাবিহীন ফজিলত তথা কওসারের অধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত হন।

(ক্রমশঃ)

---

## "মুহাম্মদীয় নবুওত ব্যতিরেকে সমস্ত নবুওতের দুয়ার বন্ধ"

"আমি যদি হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত না হইতাম এবং তাঁহার পায়রবী (আনুগত্য) না করিতাম, অথচ পৃথিবীর সমস্ত পর্বতের সমষ্টি বরাবর আমার পুণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন হইত, তাহা হইলেও আমি কখনও খোদার সহিত বাক্যালাপ ও তাঁহার বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হইতে পারিতাম না। কেননা এখন মুহাম্মদীয় নবুওত ব্যতিরেকে অপর সমস্ত নবুওতের দুয়ার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শরীয়ত লইয়া আর কোন নবী আসিতে পারেন না। অবশ্য, শরীয়ত ব্যতিরেকে নবী হইতে পারেন। কিন্তু এইরূপ নবী শুধু তিনিই হইতে পারেন, যিনি প্রথমে রসুল করীম (সাঃ)-এর উম্মতী (অনুবর্ত্তী) হয়েন।" [তাজাল্লিয়াতে এলাহিয়া পৃঃ ২৬]

—হযরত মসিহ মওউদ (অঃ)

# হাদিস শরীফ

## খেলাফত, এতায়াত ও শৃঙ্খলা

১। "প্রত্যেক নবুওতের পরে খেলাফতের সংগঠন কায়েম হইয়া থাকে।"

(জামেউস সগীর লিসসুইউতী)

২। "আল্লাহ্‌তায়ালা যতদিন চাহেন তোমাদের মধ্যে এই নবুওত থাকিবে এবং তাহার পর তিনি উহা উঠাইয়া লইবেন। তাঁহার পর নবুওতের তরীকায় খেলাফত হইবে, যতদিন আল্লাহ্‌তায়ালা চাহেন ততদিন উহা থাকিবে এবং তাহার পর তিনি উহা উঠাইয়া লইবেন। তাহার পরে জুলুমের পথে রাজত্ব কায়েম হইবে এবং যতদিন আল্লাহ্‌তায়ালা চাহেন ততদিন উহা থাকিবে এবং তাহার পর জোর পূর্বক শাসন তথা সাম্রাজ্যবাদ কায়েম হইবে এবং আল্লাহ্‌তায়ালা যতদিন চাহেন, উহা ততদিন থাকিবে এবং তাহার পর তিনি উহা উঠাইয়া লইবেন। তার পর পুনরায় নবুওতের তরীকায় খেলাফত কায়েম হইবে। অতঃপর তিনি [রসুল করীম—সাঃ) চুপ রহিলেন"।

(মেশকাত বাবুল এনযার ওয়াত তাহ্‌যীর)

৩। হযরত উবাদা বিন সাবেত (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসুলে করিম (সাঃ) বয়াতের মাধ্যমে আমাদের নিকট হইতে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করিতেন যে, সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে এবং ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সকল অবস্থায় আমরা এতায়াত ও আজ্ঞানুবর্তীতা করিব যদিও অন্যকে আমাদের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তেমনি ভাবে আমরা দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের (যাহাদের উপর কর্মভার ন্যস্ত) মোকাবেলা করিব না ইহা ব্যতীত যে আমরা খোলাখুলী ভাবে কুফর প্রত্যক্ষ করি এবং তদসম্পর্কে আমাদের নিকট আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কোন অকাট্য প্রমাণ আসিয়া যায়। তেমনি ভাবে এই অঙ্গীকার ও তিনি গ্রহণ করিতেন যে আল্লাহ্‌ তায়ালার বিষয়ে আমরা কোন নিন্দাকারীর নিন্দাকে গ্রাহ্য করিবনা। (বোখারী শরীফ)

(৩) হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসুলে করিম (সঃ)-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এতায়াত ও আনুগত্য হইতে একহাত পরিমানও পৃথক হয়, সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তায়ালার সহিত এমন ভাবে মিলিত হইবে যে, তাহার নিকট কোনই দলিল বা ওজর আপত্তি থাকিবে না। এবং যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যু বরণ করে যে সে যুগ ইমামের বয়াত স্কন্ধে গ্রহণ করে নাই, সে জাহিলিয়াত বা অজ্ঞানতাপূর্ণ মৃত্যু বরণ করিবে। আর এক বর্ণনায় আছে যে, যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যু বরণ করে যে, সে জামাতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে সে নিশ্চয়ই জাহেলিয়াতের মৃত্যু মুখে পতিত হইবে। (মোসলেম শরীফ)

৪) "ইমাম ঢাল স্বরূপ হইয়া থাকেন। তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে।"

অনুবাদ—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

# খেলাফত একটি মহাকল্যানময় আসমানী সংগঠণ

—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

আল্লাহতায়ালা কোরআনে আয়াতে ইস্তে-খলাফ অনুয়ায়ী পূর্ণ ঈমান ও সৎকর্মে প্রতিষ্টিত প্রকৃত মুসলমানদের সহিত এই ওয়াদা করিয়াছেন যে তাহাদিগের মধ্যে ঠিক সেই ভাবে খেলাফত সংগঠন কায়েম করিবেন যে ভাবে তিনি পূর্ববর্তী উম্মত গুলির মধ্যে কায়েম করিয়াছিলেন। (সুরা নূর :—৫৬ আয়াত) সুতরাং মাহম্মদীয় উম্মাতের পূর্বে খোদাতায়ালা মুসীয় উম্মতের মধ্যে খেলাফত কায়েম করিয়াছিলেন। মুসীয় উম্মতে খিলাফত দুইটি যুগে বিভক্ত; প্রথম যুগ হযরত মুসা (আঃ) হইতে আরম্ভ হইয়া হযরত ঈসা (আঃ) পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। অতঃপর মুসা (আঃ)-এর চৌদ্দশত বৎসর পর তাঁহার শরীয়তাধীনে হযরত ঈসা মসীহ (আঃ) আবির্ভূত হইলে পূণরায় সেই উম্মতের মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে খেলাফত প্রতিষ্টিত হয়। হযরত রাসুলে করিম (সাঃ)-কে কোরআনে আল্লাহতায়ালা হযরত মুসা (আঃ)-এর সদৃশ রাসুল বলিয়াও আখ্যা দিয়াছেন। তদনুযায়ী ইসলামেও খিলাফত দুইটি যুগে বিভক্ত। প্রথম যুগটি রাসুলে করিম (সাঃ) এর পরে পরেই শুরু হয় এবং উহার ধারাবাহিক শৃঙ্খল হযরত আলী (রাঃ)-তে শেষ হইয়া গেলে পরবর্ত্তী তেরশত বৎসর পর্য্যন্ত মোজাদ্দেদ ও আওলীয়ার মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন ভাবে চলিতে থাকে। অতঃপর ইসলামে খেলাফ-তের দ্বিতীয় যুগ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মাথায় হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যেমে সূচিত হয়।

২৬শে মে ১৯০৮ সনে হযরত মসীহ, মওউদ (আঃ)-এর ইন্তেকাল হইলে উহার পরবর্ত্তী দিনে "সুম্মাতাকুনু খিলাফাতুন আলা মিনহাজেন নবুওয়াত" হাদিস বর্ণিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জামাতে আহমদীয়ার মধ্যে খেলাফত কায়েম হয়, যাহা আজও উহার মহান উদ্দেশ্যাবলীর পূর্ণতার পথে ভীষণ বিরোধীতা ও প্রতিকুল অবস্থাবলী ভেদ করিয়া আল্লাহতায়ালার কুদরত ও রহমতের ছত্রচ্ছায়ায় পূর্ণ সফলতার সহিত বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও বিজয়কে তরান্বিত করিয়া চলিয়াছে। নিম্নে খেলাফত সম্বন্ধে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ), হযরত খলিফাতুল মসিহ আওয়াল (রাঃ), হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ)-এবং হযরত খলি-ফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর বিপুল তত্বপূর্ণ বাণী সমূহের মধ্য হইতে যৎসামান্য পেশ করা গেল, যাহার মধ্যে খেলাফতের মৌলিক তত্ব ও উহার চিরস্থায়ী আবশ্যকতা ও গুরুত্ব, উহার সুদূপ্রসারী পবিত্র উদ্দেশ্যাবলী ও কল্যান সমূহ এবং খেলাফতের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশদ ভাবে আলোকপত করা হইয়াছে।

## হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্র বাণীর আলোকে ঃ

### (ক) নবুওতের মিশনের পূর্ণতায় খেলাফত প্রতিষ্ঠা আল্লাহ্‌র চিরন্তন বিধান ঃ

"আল্লাহতা'লার চিরাচরিত প্রথা এই যে, যে অবধি তিনি পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি করিয়াছেন তদবধি সর্বদাই তিনি এই নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছেন যে, তিনি তাঁহার নবী ও রসুল গণকে সাহায্য করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগকে জয়মণ্ডিত করেন। .... যে সাধুতা তাঁহারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, খোদাতা'লা তাহার বীজ তাঁহাদের হস্তেই বপন করেন ; কিন্তু তাহাদের হস্তে পূর্ণতা লাভ করে না, বরং এমন সময় তাঁহাদিগকে মৃত্যু প্রদান করা হয়, যখন বাহ্যিকভাবে এক প্রকার অকৃতকার্যতা-ব্যঞ্জক ভীতি বিদ্যমান থাকে এবং তিনি বিরুদ্ধবাদীদিগকে হাসি ঠাট্টা ও বিদ্রূপ ও উপহাস করিবার সুযোগ দেন। এইরূপে, বিরুদ্ধবাদীগণ হাসি ঠাট্টা করিলে পর খোদাতায়ালা আবার তাঁহার শক্তির অপর দিক প্রকাশ করেন এবং এমন উপকরণ উৎপন্ন করেন, যদ্বারা সেই উদ্দেশ্য সমূহ—যাহা কতক অসম্পূর্ণ রহিয়াছিল, পূর্ণতা লাভ করে। বস্তুতঃ, খোদাতা'লা দুই প্রকার 'কুদরত' বা শক্তি ও মহিমা প্রকাশ করেন :—(১) প্রথমতঃ নবীগণের যোগে তাঁহার শক্তির এক হস্ত প্রদর্শন করেন। (২) তারপর, অপর হস্ত এমন সময় প্রদর্শন করেন, যখন নবীর মৃত্যুর পর বহু বিপদাবলী উপস্থিত হয়। .... এমন কি, জামাতের লোকগণও চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং তাহাদের কটিদেশ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং কোন কোন দুর্ভাগা 'মুরতাদ' হইয়া যায়, তখন খোদাতা'য়ালা পুনরায় তাঁহার মহাশক্তি প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামাতকে রক্ষা করেন। সুতরাং যাহারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্যাবলম্বন করে, তাহারা খোদাতা'য়ালার এই 'মোজেযা' প্রত্যক্ষ করে, যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর সময় হইয়াছিল। তখন আঁ-হযরত (সঃ) এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকাল মৃত্যু মনে করা হইয়াছিল এবং বহু মরু-নিবাসী অজ্ঞলোক মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল এবং সাহাবাগণও শোকাভীভূত হইয়া উন্মাদের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন খোদাতা'লা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-কে দণ্ডায়মান করিয়া পুনর্বার তাঁহার শক্তি ও কুদরতের দৃশ্য প্রদর্শন করেন এবং ইসলামকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করেন, এবং সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন, যাহা তিনি বলিয়াছিলেন : ওয়া লাইউমাক্কেনান্না লাহুম দীনা হুমুল্‌ লাযির তাযা লাহুম ওয়া লাইউবাদ্দেলান্না মিম বা'দে খওফেহিম আমনা'

অর্থাৎ, "ভয়ের পর আমি তাহাদিগকে আবার সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিব।" ....

সুতরাং, হে বন্ধুগণ, যেতেতু আদিকাল

হইতে আল্লাহ্‌তায়ালার এই বিধান রহিয়াছে যে, তিনি দুইটি শক্তি প্রদর্শন করেন, যেন বিরুদ্ধবাদিগণের দুইটি মিথ্যা উল্লাস ব্যর্থ করিয়া দেখান, এমতাবস্থায় এখন পস্তবপর হইতে পারে না যে খোদাতায়ালা তাঁহার চিরন্তন নিয়ম পরিহার করিবেন। এজন্য আমি তোমাদিগকে যে কথা (মৃত্যু সংবাদ) বলিয়াছি, তাহাতে তোমরা চিন্তাকুল হইও না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের পক্ষে দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন, এবং ইহার অগমন তোমাদের পক্ষে শ্রেয়। কারণ, উহা স্থায়ী। **উহার ধারাবাহিক শৃঙ্খল কেয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইবে না।....**

...আমি খোদাতায়ালার নিকট হইতে এক প্রকার কুদরত হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছি। আমি খোদার মুর্তিমান কুদরত। আমার পর আরো কতিপয় ব্যক্তি হইবেন, যাঁহারা দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশ হইবেন। অতএব, তোমরা খোদার অপর কুদরতের অপেক্ষায় সমবেত ভাবে দোয়া করিতে থাক। 'সালেহীন' সম্বলিত প্রত্যেক জামাত, প্রত্যেক দেশে সমবেতভাবে প্রার্থনা করিতে থাকিবে, যেন দ্বিতীয় কুদরত স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়, এবং তোমাদিগকে দেখান হয় যে তোমাদের খোদা অতি শক্তিমান খোদা।" (আল-ওসিয়াত)

**(খ) রহমত বর্ষণের একটি বিশেষ ধারা :**

আল্লাহ্‌র রহমত নাযেল হওয়ার দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল নবী-রাসুল, ইমাম ও আওলিয়া এবং খলিফাগণের প্রেরণ, যাহাতে তাঁহাদের অনুসরণ ও হেদায়েতের দ্বারা মানুষ সত্য পথে পরিচালিত হয় এবং তাঁহাদের নমুনা ও আনর্শের ছাঁচে নিজদিগকে ঢালিয়া নাজাত বা পরিত্রাণ লাভ করে। সুতরাং খোদাতায়ালা চাহিয়াছেন যে, এর অধমের সন্তানগণের মধ্যে আল্লাহর রহমত বর্ষণের উল্লিখিত উভয় পদ্ধতি প্রকাশিত হউক।" (সবুজ ইস্তেহার ১লা ডিসেম্বর, ১৮৮৮ইং)।

**(গ) ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সন্তানগণের মধ্য হইতে খলিফা হওয়ার ঐশী প্রতিশ্রুতি :**

"হাদিসে বর্ণিত এই ভবিষ্যৎ বাণীটি যে, মসিহে মওউদের সন্তান হইবে, ইহা এই কথার ইঙ্গিত বহন করে যে, খোদাতায়ালা তাঁহার সন্তানদের মধ্য হইতে এমন এক ব্যক্তি সৃষ্টি করিবেন যিনি তাঁহার স্থালাভিষিক্ত বা খলিফা হইবেন এবং দ্বীনে-ইসলামের বিশেষ সাহায্য ও খেদমত সাধন করিবেন।,'

(হাকিকাতুল ওহী, পৃঃ ১১২)।

**(ঘ) একটি হাদিসের ব্যাখ্যা :**

"অর্থাৎ অতঃপর মসিহে মওউদ অথবা তাঁহার খলিফাগণের মধ্য হইতে কোন খলিফা দামেস্কের দিকে সফর করিবেন।"

(হেমামাতুল বুশরা পৃঃ ২৭)

**(ঙ) নেজামে খেলাফতের চিরস্থায়ী আবশ্যকতা ও গুরুত্ব :**

**খলিফার প্রকৃত অর্থ :**

"স্থালাভিষিক্ত ব্যক্তিকে খলিফা বলে এবং রসুলের স্থালাভিষিক্ত প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তিই

হইতে পারেন যাঁহার মধ্যে যিল্লীভাবে অর্থাৎ প্রতিবিম্বাকারে রসুলের কামালিয়ত সমূহ বিদ্যমান থাকে। এইজন্য রসুল করীম (সাঃ) অত্যাচারী বাদশাহের ক্ষেত্রে খলিফা শব্দের প্রয়োগ করা পছন্দ করেন নাই। কেননা খলিফা প্রকৃতপক্ষে রসুলের যিল্ বা প্রতিবিম্ব হইয়া থাকেন।

**বস্তুতঃ খলিফা রসুলের যিল্ বা প্রতিবিম্ব :** যেহেতু কোন মানুষকে চিরস্থায়ী জীবন দেওয়া হয় না, সেইজন্য খোদাতালা ইচ্ছা করিয়াছেন যে নবীগণের সত্বাকে—যাহা পৃথিবীর সকল সত্বা অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদাশীল এবং সর্বোত্তম—কেয়ামত পর্যন্ত সর্বদা প্রতিবিম্ব-স্বরূপ কায়েম রাখিবেন। এই উদ্দেশ্যে খোদা-তায়ালা খেলাফতের ব্যবস্থা করিয়াছেন যেন দুনিয়া কখনও এবং কোন যুগে রেসালতের বরকত হইতে বঞ্চিত না হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি খেলাফতকে শুধু মাত্র ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে করে সে নিজে অজ্ঞতা বশতঃ খেলাফতের মুখ্য উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে এবং জানে না যে, রসুল করীম (সাঃ)-এর ওফাতের পর ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত খলিফা-গণের ভুষণে রেসালতের বরকত সমূহ কায়েম রাখা জরুরী ছিল এবং তাহার পর দুনিয়া ধ্বংস হইয়া যায় তো যাক কোন পরোয়া নাই। ---অতএব এই হীন ধারনা খোদা-তালার প্রতি আরোপ করা যে এই উম্মতের জন্য শুধু ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত তাঁহার চিন্তা ছিল এবং পরে উহাকে সর্বকালের জন্য 'যালালত' বা অন্ধকারের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং সেই আলোক যাহা অতীত কাল হইতে পূর্ব-বর্তী নবীগণের উম্মতের মধ্যে খেলাফতের মুকুরে প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিলেন তাহা এই উম্মতের জন্য প্রদর্শন করা তাঁহার অনু-মোদন লাভ করে নাই, রহীম ও করীম খোদা সম্বন্ধে এই সকল কথা কি সুস্থ-বুদ্ধি সম্মত? কিছুতেই নয়। পুণঃ নিম্নোক্ত আয়াত ইমামগণের খেলাফত সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে: 'ওয়া লাকাদ্ কাতাব্না ফিয্-যাবুরে মিন্ বা'দেয যিক্রে আন্নাল্ আরযা ইয়ারেসুহা ইবাদিয়াছ-ছালেহুন।"

কেননা এই আয়াত পরিস্কারভাবে ঘোষণা করিতেছে যে ইসলামী খেলাফত চিরস্থায়ী।"

('শাহাদাতুল কুরআন' পৃষ্ঠা—৫৮)

## হযরত খলিফাতুল মসিহ আওয়াল (রাঃ)-এর পবিত্র বাণীর আলোকেঃ

**(ক) খেলাফতের মর্যাদার জন্য আত্মাভিমান :**

হযরত খলিফা আওয়াল (রাঃ) এর খেলাফত যুগে যখন কিছু ফিতনাপরায়ন ব্যক্তি খেলাফতের মোকাম ও মর্যদা কমাইবার প্রয়াস পায়, তখন হুজুর (রাঃ) ঘোষণা করেন :

"তোমরা তোমাদের কার্যের দ্বারা আমাকে

এত মর্মাহত করিয়াছ যে, আমি মসজিদের সেই অংশে দণ্ডায়মান হই নাই যাহা তোমাদের দ্বারা তৈয়ারী হইয়াছে বরং আমি আমার ইমাম (মসিহ মওউদ আঃ)-এর মসজিদে খাড়া হইয়াছি।"

(বদর—২১শে অক্টোবর ১৯০৯)

(খ) খলিফার পূর্ণ এতায়াত ঃ

"বলা হয় যে, খলিফার কাজ শুধু নামায পড়াইয়া দেওয়া অথবা বয়াত গ্রহণ করা। এই কাজ তো এক মুল্লাও করিতে পারে। ইহার জন্য কোন খলিফার প্রয়োজন নাই। বয়াতের অর্থ পূর্ণভাবে এতায়াত করা এবং খলিফার কোন একটি আদেশেরও ব্যতিক্রম না করা।" (ঐ)

(গ) খোদা খলিফা বানান ঃ

"আমাকে কোন মানুষে খলিফা বানায় নাই এবং কোন আঞ্জুমানেও নহে, এবং আমি কোন আঞ্জুমানকে ইহার যোগ্যও মনে করি না যে উহা কাহাকেও খলিফা বানাইতে পারে। সুতরাং না তো কোন আনজুমান আমাকে খলিফা বানাইয়াছে এবং না আমি উহা কর্তৃক খলিফা বানানোকে কোনও মর্যাদা দেই, তেমনি উহা কর্তৃক খেলাফত বর্জনেও দৃক পাত করি না এবং এখন কাহারও মধ্যে এই শক্তি নাই যে সে আমা হইতে খিলাফতের এই ভূষণ ছিনাইয়া নেয়।"

(বদর, ৪ ঠা জুলাই ১৯১২)

(ঘ) খলিফা মা'যুল বা পদচ্যুত হইতে পারেন না ঃ

"খেলাফত কোন মনোহারী দোকানের সোডা ওয়াটার নহে, তোমরা এই ঝামেলায় লিপ্ত হইয়া কোন ফায়দা লাভ করিতে পারিবে না। তোমাদিগকে কেহ খলিফা বানাইবে না, এবং আমার জীবদ্দশাতে অন্য কেহও খলিফা হইতে পারে না। সুতরাং আমি যখন মৃত্যু বরণ করিব, তখন সেই ব্যক্তিই দণ্ডায়মান হইবে যাহাকে আল্লাহ্ তায়ালা মনোনীত করিবেন এবং তিনি নিজেই তাহাকে খাড়া করিবেন।"

(বদর, ৪ঠা জুলাই ১৯১২)

(ঙ) খলিফার উপর আপত্তি তোলা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ ঃ

"আমি তোমাদিগকে বারংবার বলিয়াছি, কোরআন মজিদ হইতে দেখাইয়াছি যে খলিফা বানানো মানুষের কাজ নহে বরং ইহা খোদা তায়ালার কাজ। কে আদম (আঃ)-কে খলিফা বানাইয়াছিল ? আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"ইন্নি জায়েলুন ফিল আরযে খলিফা।"

আদমের এই খেলাফতের উপর ফিরিস্তাগণ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল....কিন্তু তাহারা আপত্তি করিয়া কি ফল পাইয়াছে ? তোমরা কোরআন মজিদে পড়িয়া লও। তাহাদিগকে তো অবশেষে আদমের উদ্দেশ্যে সিজদা করিতেই হইল। সুতরাং যদি আমার উপর অভিযোগ কারীদের কেহ ফিরিস্তাও হয় তাহা হইলে আমি তাহাকেও বলিব যে আদমের খেলাফতের সামনে

সেজদা রত হও, তবেই মঙ্গল। আর যদি সে অস্বীকার ও অহংকারকে তাহার স্বারথী করিয়া ইবলিসের রূপ ধারণ করে, তাহা হইলে সে যেন মনে রাখে যে, আদমের বিরোধীতা করিয়া ইবলিস ফল কি পাইয়াছিল? আমি পুনরায় বলিতেছি যদি কেহ ফেরেস্তার রূপ ধারণ করিয়াও আমার খিলাফতের উপর আপত্তি করে, তাহা হইলে 'সৎ স্বভাব' তাহাকে "উসজুহু লে আদামা"—'আদমের উদ্দেশ্যে সেজদা কর-এর প্রতি ফিরাইয়া আনিবে।

(চ) অবশ্য-আনুগত্য-ভাজন খালীফা ঃ

"আবাশারাম মিন্না ওয়াহেদান নাত্তাবেয়াহু"—অর্থাৎ 'আমাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে কি অনুসর করিতে হইবে?'

ইমাম একজনই হওয়া উচিত; যাহাতে ঐক্য ও সংহতি কায়েম থাকে। এই জামানাতেও এমন লোক আছে যাহারা এক ব্যক্তির এতায়াত বা আনুগত্যকে গোমরাহী এবং মছিবত বলিয়া মনে করে। অথচ এ কথা ভুল। এই শ্রেণীর মনোভাবাপন্ন লোকদের জন্য উক্ত আয়াত প্রণিধাণ যোগ্য। যাহাকে খোদাতায়ালা মনোনীত করেন তাঁহাকে নিজ পক্ষ হইতে সাহায্য প্রাপ্ত ও বিজয়ী করেন; খোদা তাহাকে এমন ভুলের মধ্যে পড়িতে দেন না যাহা কওমের ধংশের কারণ হইতে পারে। শুরা (পরামর্শ) এইজন্য নহে যে, খলিফাকে অবশ্যই উহার অনুসরণ করিতে হইবে বরং উজির গণের রায় তাহার জন্য আয়না স্বরূপ হইয়া থাকে, যাহার মধ্যে তিনি তাঁহার রায় পরখ করিয়া দেখেন।" (দরসুল কোরআন, ৫৭২ পৃঃ)

(ছ) অন্তিমকালে উপদেশ ঃ

ইযরত খলিফা আওয়াল (রাঃ) সর্বদা জামাতকে খেলাফতের গুরুত্ব ও উহার সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকার উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার ইন্তেকালের কয়েক দিন পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন :—

"আল্লাহ্‌তায়ালাই খলিফা বানান, আমার পরেও আল্লাহ্‌তায়ালাই বানাইবেন।"

[ পয়গামে সুলাহ্ পত্রিকা, (লাহোর) ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৪ইং ]

## হযরত খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ)-এর পবিত্র বাণীর আলোকে ঃ

### সকল কল্যাণ ও আশিস খেলাফতে নিহিত ঃ

"হে বন্ধুগণ! আমার আখেরী নসিহত এই যে, সমস্ত কল্যাণ ও বরকত খেলাফতে নিহিত রহিয়াছে। নবুওত একটি বীজ বপন করে যাহার পর খেলাফত উহার 'তাসির' ও প্রভাবকে দুনিয়ায় ছড়াইয়া দেয়। তোমরা 'খেলাফতে হাক্কা'কে মজবুতীর সহিত ধর এবং উহার আশিস ও ও বরকতের দ্বারা জগতকে উপকৃত কর, যাহাতে খোদাতায়ালা তোমাদের উপর করুণা ও রহমত বর্ষণ করেন, এবং তোমাদিগকে এই জাহানেও উন্নত করেন এবং সেই জাহানেও সম্মানিত করেন। আমরন নিজেদের ওয়াদা পূরন করিয়া যাও। আমার সন্তানদিগকেও এবং হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) এর সন্তান

দিগকেও তাঁহাদের খান্দানের অঙ্গীকার স্মরণ করাইতে থাক। আহ্‌মদীয়তের মোবাল্লেগগণ যেন ইসলামের সাচ্চা সিপাহী সাব্যস্ত হন এবং এই দুনিয়াতে খোদায়ে কুদ্দুসের কর্মচারী বৃন্দে পরিণত হন।"

—( আল-ফযল, ২০শে মে, ১৯৫৯ইং )—

## হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর পবিত্র বাণীর আলোকে ঃ

"হে আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ! আল্লাহ্‌র নৈকট্যের যে সকল মকাম ও মর্যদা তোমরা হাসিল করিয়াছ, যদি সেইগুলিকে কায়েম রাখিতে চাও এবং রূহানীয়াতের মধ্যে উন্নতি করিতে চাও, তাহা হইলে যুগের খলিফার আঁচলকে মযবুতির সহিত ধারণ করিয়া রাখ। কেননা, যদি সে আচল ছুটিয়া যায় তাহা হইলে মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর আঁচল ছুটিয়া যাইবে। কেননা যুগের খলিফা তাঁহার নিজ স্বত্বায় কোন কিছুই নহেন। যে মোকাম তিনি লাভ করিয়াছেন তাহা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দেওয়া মোকাম; তাঁহার মধ্যে তাহার নিজস্ব কোনও শক্তি নাই, তাঁহার নিজেস্ব কোন জ্ঞান বা গুণও নাই। সুতরাং সেই ব্যক্তিকে দেখিও না বরং সেই আসনকে লক্ষ্য কর, যাহার উপরে খোদা ও তাঁহার রাসুল সেই ব্যক্তিকে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। এবং আমি যেভাবে বলিয়া আসিয়াছি যে, খেলাফতে রাশেদার এই দ্বিতীয় ধারায় (অর্থাৎ সেলসেলা-এ-খেলাফতে-আইম্মা বা ইমাম গণের খিলাফতের ধারার মধ্যে) যত জনই খলিফা হউন, তাঁহাদের আঁচলকে যাহারা মযবুতির সহিত ধরিয়া রাখিবে এবং যুগের খলিফার বুকের মধ্যে যে হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে, সেই হৃদয়ের স্পন্দন যাহাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে থাকিবে, হযরত নবী করিম (সাঃ)-এর পবিত্র আত্মিক শক্তি তাহাদিগকে শক্তি দান করিতে থাকিবে, তাঁহার (সাঃ) রূহানী ফয়েয হইতে তাহারা অংশ গ্রহণ করিতে থাকিবে; ততই বেশী ইসলাম উন্নতি করিয়া চলিয়া যাইবে ও জয় যুক্ত হইতে থাকিবে এবং আল্লাহ্ তায়ালার পুরস্কার সমুহ ও অনুগ্রহরাজী লাভ করিতে থাকিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি খেলাফতে-রাশেদা কে বর্জণ কর, খেলাফতে রাশেদাকে অবজ্ঞার বা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে, সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ তায়ালাও তাঁহার কোপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং সেই ব্যক্তি তাঁহার গযব ও কহরের নীচে পতিত হয়।"

(আল-ফজল, জলসা সালানা সংখ্যা, ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৬৮ ইং)

বিশ্বব্যাপী জামাতের নামে

# হযরত আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর

# পবিত্র পয়গাম

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلى على رسوله الكريم

خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ — هو الناصر

১৯৭৪—৭৫ ইং

বিপদাবলী ও পরীক্ষার বৎসর, ধৈর্য ও স্থৈর্য, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা এবং বিশ্বস্ততার বৎসর, কল্যাণ ও আশিস, সফলতা ও সার্থকতার বৎসর।

বিগত সালের লাজেমী চাঁদার বাজেট লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত আদায় করিয়া জামাত আর্থিক কুরবানীর আর একটি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। আলহামদুলিল্লাহ।

বেরাদরানে-কেরাম!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বরকাতুহু

আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন, "ওয়া লানাবলু ওয়ান্নাকুম বে শায়ইম মিনাল খওফে ওয়াল জুয়ে ওয়া নাকসিম মিনাল আমওয়ালে ওয়াল আনফুসে ওয়াস সামারাতে।"

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌তায়ালা বিপদাবলীর মধ্যে ফেলিয়া তাঁহার খাঁটী ভক্তগণের পরীক্ষা লইয়া থাকেন, তাহাদের আযমায়েশের (পরীক্ষার) জন্য ভীতিপ্রদ উপকরণ সৃষ্টি করেন, ভূক এবং পেয়াসের অবস্থাবলীর উদ্ভব করেন, ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হয়, জানী কুরবানী দিতে হয়, তদবীর ও কর্ম-প্রচেষ্টার সুফল হইতে বঞ্চিত করা হয়। এবং এই সব কিছু এজন্য সংঘঠিত হয় না যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে (মোমেনদিগকে) ধ্বংস করিয়া দিতে চাহেন; বরং এই সব আযমায়েশ এবং পরীক্ষা এজন্য আসে যে, তাহাদের সততা ও নিষ্ঠা, তাহাদের আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা এবং তাহাদের ধৈর্য ও স্থৈর্যকে যেন সমুজ্জলভাবে প্রকাশ করা হয়; তাহাদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালার অনন্ত রহমত ও করুণারাশির ওয়ারিশ করা হয়; রব্বে-করীম—মহানুভব খোদা-

তায়ালার সহিত তাহাদের অটুট সম্পর্ককে সুস্পষ্ট ভাবে দেখানো হয় এবং বিরুদ্ধবাদী হিংসুকও বিদ্বেষপরায়ণদিগকে বিস্ময়াভিভূত করা হয়। বিগত আর্থিক বৎসর এহেন আযমায়েশের বৎসর ছিল; বিগত আর্থিক বৎসর এহেন কঠিন পরীক্ষার কাল ছিল, বিগত আর্থিক বৎসর আন্তরিকতাপূর্ণ খাঁটী মোমেনগণের এই জামাতের ধৈর্য ও স্থৈর্য প্রদর্শনের বৎসর ছিল। পরীক্ষা আসিল এবং উত্তীর্ণ হইল। এই খাঁটী মোমেনগণের সহিষ্ণুতা ও স্থিরতা দুনিয়ার দৃষ্টিকে উদ্বিগ্ন এবং হতভম্বও করিয়াছে। করুণাময় খোদাতায়ালা মুখলেসীনের সবুর, ওফাদারী ও আত্মোৎসর্গকে প্রত্যক্ষ করেন এবং তাহাদের কর্ম-প্রচেষ্টাকে আশিস-মণ্ডিত ও বরকতপূর্ণ এবং কবুল করেন। তেমনি ভাবে আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রেও নিষ্ঠাবানদিগের এই জামাতকে করুণাময় আল্লাহ্‌তায়ালা পূর্ববর্ত্তী বৎসরের মালী কুরবানীসমূহের মোকাবেলায়—তাহাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত, ঘর-বাড়ী অগ্নি-দগ্ধ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজ-কর্ম অচল ও অবরুদ্ধ এবং চরম সামাজিক বয়কটকের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত বৎসরের নির্ধারিত বাজেটের লক্ষ্য মাত্রা অতিক্রম করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকার উদ্বৃত্ত মালী কুরবানী তাঁহার সমীপে পেশ করার এবং ভূমি সংস্কারের ফলে সৃষ্ট জমীনের আমদানী হ্রাসকে পূর্ণ করিয়া সম্মুখপানে অগ্রসর হইয়া চলিয়া যাওয়ার তওফিক দান করিয়াছেন। আল হামদুলিল্লাহ্।

হে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অস্তিত্ব-বৃক্ষের সবুজ শাখাসমূহ! হে আমার প্রিয়গণ! এই বিপদাবলী ও পরীক্ষাতে ধৈর্য এবং দৃঢ় পদক্ষেপের সহিত "ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন" উচ্চারণকারীগণ! এই আত্মোৎসর্গ ও বিশ্বস্ততার ফলশ্রুতি হিসাবে উল্লিখিত আয়াতে প্রতিশ্রুত যাবতীয় বরকত ও রহমতের ওয়ারিশ হও, এবং খোদাতায়ালার সেই নিষ্ঠাবান ও মুখলেস জামাতের মধ্যে শামিল হও এবং শামিল থাক, যাহারা হেদায়াত প্রাপ্ত এবং সত্যকার সফলতার পথে পরিচালিত হইয়া থাকে। খোদা করুন, আপনাদের কদম যেন সর্বদা সম্মুখের দিকেই আগাইয়া যাইতে থাকে। আমীন।

মির্যা নাসের আহমদ
খলিফাতুল মসীহ সালেস

তাং ১১ই হিজরত, ১৩৫৪ হিঃ শাঃ
মোতাবেক ১১ই মে, ১৯৭৫ ইং

[সাপ্তাহিক 'বদর' (কাদিয়ান) ২২শে মে, ১৯৭৫ ইং]

অনুবাদ ঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

# জুমার খোৎবা

## হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস ( আইঃ )

( ৩রা জানুয়ারী, ১৯৭৫ ইং রবওয়ার মসজিদে আকসায় প্রদত্ত )

আল্লাহতা'লা আমাদের জলসা সালানা কে বারকত করিয়াছেন, এবং জামাতের প্রফুল্লতাকে বৃদ্ধি করিবার কারণ বানাইয়াছেন, আমরা যতই শুকুর আদায় করি না কেন, তাহা খুবই নগন্য।

আমরা নব বর্ষে পদার্পণ করিয়াছি, দোয়া করুন যেন এই নব বর্ষ পূর্ব হইতে আরও বেশী খোদাতা'লার রহমত এবং বরকত আমাদের জন্য আনয়ন করে।

আজ আমি ওয়াকফে জদীদ আঞ্জুমনের নব বর্ষের ঘোষণা করিতেছি। খুব বেশী চেষ্টা করুন যেন আমরা ইসলামের বিজয়ের রাজপতে আরও অধিক অগ্রসর হইতে পারি।

সুরা ফাতেহা তেলাওয়াত করিবার পর হুযুর বলেন:—প্রথম কথা আমি এই বলিতে চাই যে, আল্লাহতা'লা শুধু স্বীয় অনুগ্রহে এবং রহমতে আমাদের জলসা বাবরকত করিয়াছেন, এবং উহা দ্বারা আহমদীয়া জমাতের প্রফুল্লতা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

আমাদের চিন্তা দূর করিয়াছেন। আকাশের বারি-বিন্দু হইতেও বেশী তীব্রভাবে রহমতের লক্ষণ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং স্বীয় অসীম অনুগ্রহ দ্বারা আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। ইহাতে খোদাতা'লার যত দূর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, তাহা খুবই কম।

### শুকুর আদায় করা অবশ্যক

কারণ বান্দা আল্লাহতা'লার শুকুর আদায় না করিলে অথবা আল্লাহতা'লা বান্দার উপর যে প্রকারের শুকুর আদায় করিবার দায়িত্ব দিয়াছেন, তাহা না হইলে প্রথম নেয়ামত হইতে বেশী নেয়ামতের উপকরণ সৃষ্টি হয় না; বরং প্রথম নেয়ামত নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। আল্লাহতা'লা ক্ষতি হইতে নিরাপদে রাখুন। আরও যেন নেয়ামতের উপকারণ সৃষ্টি করিয়া দেন এবং আমাদিগকে তাঁহার কৃতজ্ঞ হইবার শক্তিদান করেন।

এক বৎসর আসিয়াছে এবং চলিয়া গিয়াছে, আর এক নতুন বৎসরে আমরা পদার্পণ করিতেছি। মোমেন সব সময় অগ্রসর হইতে থাকে, কখনও সে পশ্চাদগামী হয় না। না তো সে এক স্থানে অবস্থান করে। পূর্ববর্তী

বৎসর কতকগুলি গভীর মর্মবেদনা নিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আল্লাহতালার বহু অনুগ্রহ এবং রহমত প্রকাশের উপকরণ নিয়াও আসিয়াছে। খোদাতা'লার যে সব নেয়ামত বিশ্বব্যাপী এবং আন্তর্জাতিক রূপে ছিল এবং অনেক আহ্‌মদীর দৃষ্টিতেও উহা উহ্য ছিল, গত বৎসর উহা আমাদের সামনে প্রকাশ্য ভাবে আসিয়া গিয়াছে। গত বৎসর

## শত বার্ষিকী জুবলী তাহরীকের প্রথম বৎসর।

জমাতে আহ্‌মদীয়া প্রথম বার ইসলাম প্রচারের জন্য আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা আরম্ভ করিয়াছিল, কয়েক দেশকে একত্রিত করিয়া সেখানে ইসলাম প্রচার এবং কোরআন প্রচারের পরিকল্পনা তৈয়ার করা হইয়াছিল। এবং খোদাতালার রহমতে উহা সফলতাও লাভ করিয়াছিল। বিবশ্বাপী এবং আন্তর্জাতিক ইসলাম প্রচারের পরিকল্পনা গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৭৩ সনের সালানা জলসায় আরম্ভ হইয়াছিল, যাহার ফলে বিশ্বব্যাপী এক আন্তর্জাতিক বিরোধীতাও আরম্ভ হইয়াছে, এবং হওয়ার প্রয়োজনও ছিল। কারণ হিংশুকগণের হিংসা, আমাদিগকে খোদাতা'লার দৃষ্টিতে ভালবাসা দেখিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে।

ফলতঃ শত বার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইহা এই পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসর। অপর কথায় ইহা আর একটি বৎসর আমাদের তথা জমাতে আহমদীয়ার, যে বৎসরে আমরা সকলই' শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, পরুষ ও মহিলা, নিজেদের বৃদ্ধাবস্থার এদিকে অগ্রসর হইতেছি। কিন্তু জমাতি হিসাবে আমরা প্রত্যেক বৎসর নিজ যৌবনের দিকে এবং নিজ সফলতার দিকে অগ্রসর হইতেছি! আল্লাহতায়ালা আহ্‌মদীয়া জমাতকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এই বৃক্ষকে এক বিশেষ রকমের ফল দানের জন্য এবং মানব জাতির নিকট বিশেষ আশিষ পৌঁছাইবার জন্য, নিজ হাতে লাগাইয়াছেন। এমন এক দিন আসিবে যে, মানব জাতি, বঞ্চিতগণ ব্যতীত ইসলামের এই বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নিবে এবং এই গাছের ফল দ্বারা উপকৃত হইবে। কিন্তু অদ্যকার যুগ এই বৃক্ষের

## বর্দ্ধন এবং উন্নয়ণের যুগ।

কতেক সৌভাগ্যশালী, যাহারা এই গাছের ডালে বসবাস করেন। এবং কতেক এমন ভাগ্যবান লোক আছে যাহাদিগকে আল্লাহতালার ভালবাসা এইদিকে লইয়া আসিবে এবং তাহারা এই গাছের ডালে বসবাস করিবে। এমন এক দিন আসিবে যে, সারা মানবজাতি এই গাছের শাখায় বসবাস করিতে থাকিবে। এবং যে পরিকল্পনা আকাশে প্রস্তুত হইয়াছে এবং যাহার সুসংবাদ যরত মোহাম্মদ ছালাল্লাহ আলায়হে অছাল্লাম উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে দিয়াছিলেন, সেই পরিকল্পনাই সফল হইবে. এবং দুনিয়া আপন সৃষ্টি কর্তাকে চিনিতে পারিবে এবং তাঁহার রহমতের অংশ গ্রহণ

করিবে। এই দায়িত্ব জমাতে আহ্‌মদীয়ার স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছে। খোদাতা'লার কৃতজ্ঞও আমরা হইবে তাঁহার প্রশংসার গীতও আমরা গাহিব, তাঁহার হুযুরে বিনম্রভাবে এই দোয়া মাঁগি যে

ايا ك نعبد و ايا ك نستعين ٥

اهدنا الصراط المستقيم ٥

হে খোদা! যে সব শক্তি এবং যে সব যোগ্যতা ব্যক্তি ও সমষ্টি গত ভাবে আমাদিগকে দান করিয়াছ, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি যেন উহা হইতে উপকৃত হই; কিন্তু আমরা এই অনুভব করিতেছি যে, যে পর্যন্ত না সমষ্টিগত ভাবে আরও শক্তি এবং সামর্থ পাইব, ইসলাম প্রচারের বিশ্বব্যাপী পরিকল্পনার যে দায়িত্ব আমাদিকে দিয়াছ উহা আমরা সফল করিতে পারিবনা। এই জন্য খোদাতা'লার সাহায্য এবং বিজয় তাঁহার নিকট প্রত্যেক মুহূর্ত্তে চাহিতেছি, এবং বিনম্রভাবে সেই সাহায্যের জন্য দোয়া করিতেছি, এবং ইহাও দোয়া করিতেছি যে, জীবনের প্রত্যেক সংকট মুহূর্তে এবং সমষ্টি ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রতিটি বাঁকে হে আল্লাহ! আমাদিগকে পথ পদর্শন কর, এবং আমাদিগকে হেদায়েত এবং এস্তেকামতের পথে পরিচালিত কর, এবং জমাতকে সমষ্টিগত ভাবেও এস্তেকামতের পথে রাখ। হে খোদা-তালা! নিজ অনুগ্রহে, স্বয়ং আমাদের হাত ধরিয়া আমাদিগকে ইসলামের বিজয়ের রাজ পথে সামনের দিকে নিয়া যাইতে থাক।

অতএব আমাদের প্রত্যেক বৎসর খোদা-তায়ালার অনুগ্রহ লাভের বৎসর, আশীষের বৎসর, পূর্ব হইতে অধিক রহমতের ও অনু-গ্রহের বৎসর হইবে। এই জন্য এই নববর্ষকেও আমরা বিনয়ের সহিত, দোয়া করিয়া আরম্ভ করিতেছি, যেন কোন দূর্বলতা এই সব বরকত লাভের পথে কোন রূপ প্রতি-বন্ধকতা সৃষ্টি না করে। বরং যে ভাবে প্রথম হইতে চলিয়া আসিয়াছে, সেই ভাবেই যেন এই নববর্ষও আরও অধিক রহমত, বরকত এবং অনুগ্রহ আনয়ন করে,

এবং তৃতীয় কথা এই যে, ডিসেম্বরের শেষ অথবা জানুয়ারীর প্রথম দিকে আমি

ওয়াকফে জদীদের নববর্ষের ঘোষণা করিয়া থাকি। একজন আরব কবি বলিয়াছেন:

عين الرضا عن كل عيب كليلة

كما ان عين السخط تبدى المساويا

কবিত্বের ছন্দে ইহা একটি বাস্তব সত্যকথা কবি বলিয়াছেন। পার্থিব হিসাবে মানুষকে দুইটি চক্ষু দেওয়া হইয়াছে, এক চক্ষু পার্থিব প্রেম এবং ভালবাসার চোখ। এই চক্ষু কোন দোষ ও ত্রুটি লক্ষ্য করে না, অর্থাৎ মানুষ যাহাকে ভালবাসে তাহার মধ্যে কোন দোষ ও ত্রুটি দেখিতে পায়না, ইহা প্রিয় জনের কোন হিসাবই দেখেনা। দোষ থাকিলেও এই চক্ষু তাহা দেখিতে পায়না, মানুষের মধ্যে শত ত্রুটি

রহিয়াছে কিন্তু প্রিয় চক্ষু তাহা দর্শন করেনা। দ্বিতীয়টি শত্রুতা ও ক্রোধের চক্ষু, ইহা দোষই দোষ দেখিয়া বেড়ায়, কোন গুণই দেখিতে পায়না। যেন এক চোখ শুধু গুণই দেখিয়া থাকে, কোন দোষই দেখেনা, অপরটি কেবল মাত্র দোষই দোষ খুঁজিয়া বেড়ায়, এবং কোন গুণই নজরে পড়েনা। এই উভয় চক্ষুই

## বাস্তব দৃষ্টি

নহে, প্রকৃত বস্তু দেখিতে পায়না, ইহা লৌকিক বিষয়াসক্ত দৃষ্টি, অর্থাৎ এক চক্ষু যাহা কোন দোষ দেখেনা, এবং "মোহাসেবা" বা হিসাব দেখেনা, এবং ইহাতে উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া দেয়। আর একটি, যাহা গুন দেখেনা, এবং নিরাশ হইয়া যায়, অথবা মানুষকে নিরাশ করিয়া দেয়।

মানুষের উন্নতির জন্য অডিটের (পরখের) বড়ই প্রয়োজন আছে, ইহা ব্যতিরেকে খোদাতায়ালার বান্দাগণের প্রত্যেক পদ অগ্রসর হইতে পারেনা। জীবনের উদ্দেশ্য লাভের জন্য নিরাশা হইতে নিরাপদে থাকাও আবশ্যক। যে ব্যক্তি দোষই দোষ দেখিয়া থাকে, কোন গুণ দেখেনা সে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, এবং এই দৃষ্টিও দুই প্রকারের। এক, সমষ্টি জীবনের প্রতি দৃষ্টি দান কারী এবং দ্বিতীয়, নিজের প্রতি —এই উভয় সম্পর্কেই আমি বলিতেছি।

এই উভয় চক্ষু বা দৃষ্টিই কোন মোমেনের নহে। মোমেনের চক্ষু সঠিক ও সত্য দৃষ্টি দান কারী হইবে। এই দৃষ্টি যেখানে ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত অস্তিত্বের মধ্যে বহু গুণ দেখিতে পায়, সেখানেই সে অস্তিত্বের মধ্যে যে দোষ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তার প্রতিও লক্ষ্য রাখে। এই ভাবে এই চক্ষু যেখানে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিতে পায় সেখানে গুণ সমূহও অগ্রাহ্য করেনা এবং এই শ্রেণীর লোকদের প্রচেষ্টা এবং দোয়ার ফলে নিরাশার উপকরণ সৃষ্টি হয়না। অতএব এই বাস্তব সত্যের প্রতি দৃষ্টিদানকারী চক্ষু যাহাকে আমরা ঈমানের আলো বলিয়া থাকি, যাহাকে মোমেনের বিচক্ষনতা বলা হয়, এই চক্ষু যেখানে বহু গুণ দেখিয়াছে, যাহা আল্লাহতায়ালা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং যাহাদের প্রতি রহমত নাজেল হইয়াছে, সেখানে এই চক্ষু দুর্বলতা সমূহকেও দেখিয়া থাকে, ঐ সকল বস্তুর প্রতিও লক্ষ রাখে এবং উহা যাচাই করে, এবং ভবিষ্যতে উহা দূর করিবার প্রতি দৃষ্টি দান করে এবং ভবিষ্যৎ কালে উন্নতি করিবার উপকরণ তৈয়ার করে। এই ভাবে যখন এই চক্ষু নিজের মধ্যে অথবা সমষ্টিগত জীবনের মধ্যে দোষ দেখে, তখন নিরাশা সৃষ্টি করে না বরং এই ঘোষনা করে: لا تقنطوا من رحمة الله —আল্লাহতায়ালার রহমত হইতে নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই। তোমরা দেখনা যে, যেখানে এত দোষ একত্রিত হইয়াছে, সেখানে এতগুণও পাওয়া যায়। এই কারণে মোমেন সুসভ বিচক্ষনতার নিকট এই কথার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যে সেই সকল ব্যক্তির জন্যও দোয়া

করিবে এবং খোদাতায়ালার নিকট রহমতের উপকরণ চাহিবে। যে সকল ব্যক্তি আল্লাহ হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের জন্যও এই মোমেন সুলভ বিচক্ষনতার দৃষ্টি,

## উন্নতির দ্বার সমূহ

বন্ধ দেখে না, নিরাশার অবস্থাও সৃষ্টি করে না, বরং ইহা সেই দৃষ্টি যাহা খোদাতালার রহমত লাভ করিবার পথ প্রসস্ত করিয়া দেয়। কিন্তু যে দৃষ্টি গুণের সহিত দোষও দেখে এবং দোষ সমূহ দূর করিবার চেষ্টা করে, উহা আকাশ হইতে অবতীর্ণ অনুগ্রহ লাভের মর্যাদাও সৃষ্ট করে, কারণ উহা এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকেনা এবং একথা বলেনা যে যাহা লাভ করিবার ছিল, তাহা সবই হইয়াছে। যাহা নেকীই নেকী, যাহার মধ্যে দুর্বলতা নাই, তাহার অর্থ এই হইবে যে, ইহা হইতে আর অধিক অগ্রসর হওয়া যাইবে না। যদি দুর্বলতা দৃষ্টি গোচর হয় এবং উহা দূর করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে আরও উন্নতি করিবার সম্ভাবনা থাকে অর্থাৎ আল্লাহ-তায়ালার অনুগ্রহ অবতীর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই চক্ষু যাচাই করে, এই চক্ষু বঞ্চিতের অপারগতাকে দূর করিবার চেষ্টা করে।

এই প্রচেষ্টার এক ছোট অংশ হইল ওয়াক্‌ফ জদীদ। গত বৎসর ওয়াকফ জদীদের কাজে প্রায় ২৫%শত করা পঁচিশ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং উহা সেই তিক্ততার যুগে হইয়াছে, যখন কেন্দ্রের ও জমাতের দৃষ্টিও এক সীমা পর্যন্ত কোন এক সাময়িক এবং আবশ্যকীয় বিষয়ে নিবদ্ধ ছিল, বাহ্য দৃষ্টিতে যাহা দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিল কিন্তু আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ দেখ। এই সব অবস্থা সৃষ্টির পরও আমাদের এই সামান্য প্রচেষ্টার মধ্যেও যাহা আমি এখন বলিতেছি, অল্প বিস্তর ২৫% ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমি এখন

## জমাতে আহমদীয়ার আর্থিক জেহাদের কথা বলিতেছি

অর্থাৎ জমাতে আহমদীয়ার পক্ষ হইতে যে আর্থিক কোরবানী করা হইতেছে, সেই সম্পর্কে ওয়াকফ জদীদের আর্থিক কোরবানীর কথা বলিতেছি। গতবৎসর হইতে এই বৎসর ওয়াকফে জদীদের খরচের মধ্যে ২৫% ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু আমরা এইখানে থামিয়া যাইব না, পূর্ব-বর্তী বৎসরের তুলনায় যে ২৫%বৃদ্ধি পাইয়াছে, এই বৃদ্ধি আমাদের প্রকৃত প্রয়োজনের তুলনায় হাজার ভাগের এক ভাগও নয়। বরং লক্ষ ভাগের এক ভাগ ও নয়।

অতএব যেখানে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি যে, এই রূপ পরিস্থিতিতে জমাত নিজ কাজের একাংশকে শত করা ২৫%ভাগ বৃদ্ধি করিয়াছে, সেইখানে আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট নই। আমাদের মোমে-নানা দৃষ্টি সন্তুষ্ট নহে, আমাদের বিচক্ষনতা রাযী নহে, কারণ আল্লাহতালার রহমতের সমুদ্র তরঙ্গায়িত, উহার মধ্য হইতে আমরা স্বীয় প্রচেষ্টা এবং দোয়ার ফলে অংশ লাভ করি, কিন্তু

আরও অনেকাংশ আমাদের লাভ করা প্রয়োজন, যাহার জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে বৃদ্ধি করিতে হইবে। এইজন্য যেখানে আজ আমি ওয়াক্কাফ জদীদ আঞ্জুমনের নব বর্ষের সূচনা কবিতেছি, সেখানে আমি জমাতে আহ্‌মদীয়ার দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি যে, নিজ প্রচেষ্টা সমূহকে আরও তীব্র কর এবং নিজেদের দোয়া আরও বৃদ্ধি কর।

## আরও বিনয় ও বিনম্রতা সৃষ্টি কর

আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ এবং তাহার রহমত লাভ করার চেষ্টা পূর্ব হইতে আরও বেশী কর যেন আমরা সেই উদ্দেশ্য লাভ করিতে পারি যাহার জন্য আমাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। আমাদের ডান দিক হইতেও আমাদের কানে গায়রুল্লার, (আল্লাহ ব্যতীত অপরের) নাম শুনা যায় এবং বাম দিক হইতেও আমাদের কানে গায়রুল্লার (আল্লাহ ব্যতীত অপরের) নাম শোনা যায়। কিন্তু আমাদিগকে এই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, না তোমরা ডান দিক হইতে আগমন কারী আওয়াজের প্রতি লক্ষ্য করিবে, না তোমরা বামদিকের আওয়াজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তোমরা নিজেদের চেষ্টা প্রচেষ্টাকে নষ্ট কবের! বরং খোদাতায়ালা তোমাদিগকে এক সোজা পথ বলিয়া দিয়াছেন, ইসলামের বিজয়ের রাজ পথের সন্ধান দিয়াছেন, এবং তোমাদিগকে উহাতে দাড় করাইয়াছেন, এবং উহাতে তোমাদিগকে পরিচালনা করিয়াছেন, তোমরা এই রাজপথে চলিতে থাক, ডানদিকেও কর্ণপাত করিওনা, বামদিকেও কান দিওনা, বরং সোজা পথে চলিতে থাক এবং আল্লাহ-তায়ালার রহমত লাভ করিতে থাক।

এই নব বর্ষেও আমাদেরকে সর্বাত্বক চেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে, আমরা যেন

## ইসলামের বিজয়ের রাজ পথে

আরও সামনের দিকে অগ্রসর হই, অবস্থা যাহাই হউক না কেন, আমাদের পথে প্রতিবন্ধকতা আসিবে, উহা আমাদের গতিকে মন্থর করিতে, পরিবে না বরং আমাদের গতি পূর্ব হইতে যে রূপ আছে উহাকে আরও তীব্র করিবে! খোদা করুন যেন, এই আগমনকারী বৎসর শুধু মাত্র ওয়াক্‌ফে জদীদের এই প্রচেষ্টাতেই নহে, বরং আহম-দীয়া জমাতের যাবতীয় প্রচেষ্টায়, পূর্ব হইতে আরও অধিক আশীষ বষণের কারণ হয়। আমাদের প্রতি পদবিক্ষেপ যেন খোদাতয়ালার নেয়ামত আকর্ষণ কারী হয়, এবং পূর্ব হইতে আরও অধিক ইসলামের উন্নতির উপকরণ সৃষ্টি কারী হয়! আমীন!

কাসি পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে, বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহতালা রোগ ইহতে নিরাপদে রাখেন।

অনুবাদ :—মৌঃ এ, কে, মুহিবুল্লাহ

# সংবাদ

## হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সংবাদ এবং দোয়ার তাহরিক

বন্ধুগণ জানেন যে সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মাসহ্ সালেস ( আইঃ )-এর স্বাস্থ্য বেশ কিছু দিন যাবৎ ভাল যাইতেছেনা। একটি আন্তর্জাতিক রূহানী জামাতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বাবলী হুজুর ( আইঃ )-এর স্কন্ধে ন্যস্ত। তদোপরি ফিতনা-ফ্যাসাদ, পরীক্ষা ও আজমায়েশের বর্তমান দিন গুলিতে জামাতের তরবিয়তের ও হেদায়াতের দায়িত্বভারও হুজুর বহন করিতেছেন। অতএব, জামাতের সকল বন্ধুর কর্তব্য হুজুরের ( আইঃ ) স্বাস্থ্য ও সর্বাঙ্গীন কুশল এবং দীর্ঘায়ুর জন্য ক্রমাগত ও নিয়মিত ভাবে দোয়া করা। মোহতরম ডঃ মির্যা মুনওয়ার আহ্মদ সাহেব কর্তৃক প্রেরিত ২৪শে মে তারিখের রিপোর্ট সাপ্তাহিক 'বদর' ( কাদিয়ান ) হইতে বন্ধুগণের অবগতি ও বিশেষ দোয়ার তাহরিকের জন্য নিম্নে দেওয়া হইতেছে :

"বিগত সোয়া এক মাস যাবৎ হুজুর ( আইঃ )-এর কিডনী ইনফেকশনের উপসর্গ চলিয়া আসিতেছে। প্রথম দিকে জ্বর খুব বেশী হইয়াছিল কিন্তু শিঘ্রই আল্লাহ্ তায়াতার ফজলে জ্বর ছাড়িয়া যায়। এখন প্রত্যেক সপ্তাহে উইরিন টেষ্ট করান হইতেছে যদ্বারা দেখা যায় যে ইনকেফশন এখনও দূর হয় নাই। হুজুর (আইঃ)-এর ব্লাড সুগারের উপস্বর্গও দেখা দিয়েছিল যাহা এখন আল্লাহ্ তায়ালার ফজলে অনেকটা আয়ত্বে আসিয়াছে। জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ বিশেষ দরদেদিলের সহিত হুজুর (আইঃ)-এর পূর্ণ ও আশু শেফা প্রাপ্তির জন্য ক্রমাগত দোয়া জারি রাখিবেন।'

( সাপ্তাহিক 'বদর' ২৯শে মে, ১৯৭৫ইং হইতে অনুদিত—আহমদ সাদেক মাহমুদ )

## বার্ষিক ইজতেমা

আগামী ৬ই জুলাই ১৯৭৫ইং রোজ রোববার স্থানীয়ভাবে একদিনের জন্য মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া নারায়ণগঞ্জ দ্বিতীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছে। জামাতের মজলিসে পক্ষ থেকে সকলের প্রতি সালাম জানিয়ে ইজতেমার পূর্ণ কামিয়াবীর জন্য দোয়ার আবেদন জানানো হচ্ছে।

# আহমদনগর ( দিনাজপুর ) আনঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫ম সালানাজলসা অনুষ্ঠিত।

বিগত ২৪শে মে রোজ শনিবার আহমদনগর আনজুমানে আহমদীয়ার পঞ্চম সালানা জলসা সফলতার সংগে অনুষ্ঠিত হয়। এই জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ আনজুমানে আহমদীয়ার আমীর মোহতারম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব, কেন্দ্রীয় তালিম ও তরবিয়াত সেক্রেটারী জনাব ওবায়দুর রহমান ভুঁইয়া সাহেব ও সদর মুরব্বী মৌলভী আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, কুষ্টিয়া হইতে জনাব প্রফেসর আবুল খালিদ সাহেব এবং এতদ অঞ্চলের কয়েকটি জমাত হইতে বহু আহমদী ভ্রাতা—আহমদ নগর আগমন করেন।

উক্ত দিবসে সকাল ৯ ঘটিকায় স্থানীয় আহমদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে মোহতারম আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। সর্বপ্রথম পবিত্র কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের পর ইজতেমায়ী ( সম্মিলিতভাবে ) দোয়া করা হয়। অতঃপর বাংলা ও উরদু কবিতা ও নজম আবৃতি করা হয়। তারপর মোহতারম আমীর সাহেব জ্ঞানগর্ভ ও আধ্যাত্মিকতা পূর্ণ উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। অতঃপর তরবিয়াতে আওলাদ, ওফাতে ঈসা (আঃ) মালী কোরবানী, তালিমুল কোরআন এবং ইসলামী আখলাফ বিষয়ে যথাক্রমে, মুন্সী-সিরাজুল ইসলাম সাহেব, মৌলভী মোনাওয়ার আলী সাহেব, জনাব ওবায়দুর রহমান ভুঁয়া সাহেব এবং মৌলভী আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব বক্তৃতা দান করেন।

অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় জলসার পরবর্তী অধিবেশন মোহতারম আমির সাহেবের সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। কোরআন শরীফের তেলাওয়াত এবং বাংলা ও উরদু কবিতা এবং নজম পাঠের পর, জিকের হাবিব (আঃ), আহমদী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা, খাতামান নাবীয়িনের ব্যাখ্যা, আহমদীয়াতের সত্যতার নিদর্শন (আত্মকাহিনী), সাদাকাতে মসীহ্ মওউদ (আঃ), খেদমতে খালক, ইসলাম স্বভাব সম্মত ধর্ম বিষয়ে—যথাক্রমে শরীক আহমদ সাহেব, জনাব ওবায়দুর রহমান ভুঁইয়া সাহেব, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, জনাব বেলাল হোসেন খান সাহেব, মৌলভী মাহবুবুর রহমান সাহেব, মোঃ ইসমাইল বোখারী সাহেব, এবং মাষ্টার আবুল হাসান সাহেব বক্তৃতা দান করেন। অতঃপর মোহতারম আমীর সাহেবের সারগর্ভ ও মর্মস্পর্শী সমাপ্তি ভাষণ এবং দোয়ার মাধ্যমে জলসার কাজ শেষ করা হয়। ( নিজস্ব সংবাদ দাতা )

# হেলেঞ্চাকুড়ি ( দিনাজপুর ) আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রথম সালালা জলসা উদযাপিত

বিগত ৩০শে মে রোজ শুক্রবার বাদ জুম্‌আ অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় হেলেঞ্চাকুড়ি আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রথম সালানা জলসা, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব বজলার রহমান সাহেবের বাড়ীর সম্মুখ প্রাঙ্গনে মোহতারম আমির সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই জলসায় উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জামাত হইতে বহু সংখ্যক আহমদী ভ্রাতা যোগদান করেন। প্রথম অধিবেশনে কোরআন পাকের তেলাওয়াতের পর বাংলা ও উরদু নজম পাঠ করা হয়। অতঃপর মোহতারম আমির সাহেব এজতেমায়ী দোয়া করিয়া উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। অতঃপর ওফাতে ঈসা (আঃ), তরবিয়াতের গুরুত্ব, আমি আহমদী কেন ?—বিষয়ে যথাক্রমে মৌলভী আবু তাহের সাহেব, মৌলভী মোনওয়ার আলী সাহেব এবং মাষ্টার আবুল হাসানি সাহেব বক্তৃতা দান করেন। দ্বিতীয় অধিবেশন বাদ মাগরেব আরম্ভ হয়। তেলাওয়াতে কালামে পাক ও নজম পাঠের পর সদর মুরব্বী মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব সাদাকাতে মসীহ্ মউওদ (আঃ) বিষয়ে বিস্তারিত ও সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। অতঃপর মালী কোরবানী এবং খেদমতে খালকের গুরুত্ব বিষয়ে যথাক্রমে মৌলভী আশরাফ আলী সাহেব এবং মোঃ ইসমাইল বোখারী বক্তৃতা দান করেন। সর্বশেষে মোহতারম আমির সাহেব জ্ঞানগর্ভ সমাপ্তি ভাষণে আহমদীয়া জামাতের বিশ্বব্যাপী কৃতিত্বপূর্ণ ইসলাম সেবা এবং সেই প্রসংগে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করিয়া ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে, রাত প্রায় ১০ ঘটিকায় জলসার কাজ শেষ করেন। উল্লেখ যোগ্য যে জলসা শেষে মৌঃ মাহবুর রহমান সাহেবের বিবাহ সুম্পন্ন হয়। সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব পালক আল্লাহ্ তায়ালারই। ( নিজস্ব সংবাদদাতা )

## সাতক্ষীরা হইতে ধর্মীয় মাসিক পত্রিকা

খুব শীঘ্রই খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমা শহর হইতে মাসিক "আযান" নামে একটি ধর্মীয় পত্রিকা বাহির হইবে। পত্রিকায় কোরান হাদীসের উপর ভিত্তি করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের সমস্যা সমাধানে ইসলামের ভুমিকার উপর গবেষণা মূলক প্রবন্ধ আহবান করা হইয়াছে।

# শুভ বিবাহ

(১) বিগত ১৭ই মার্চ, ১৯৭৫ ইংরেজী রোজ সোমবার, দুর্গারামপুর নিবাসী ফকীর মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র ফজল-ই-এলাহীর সহিত তেজগাঁও নিবাসী মোঃ উবায়দুর রহমান সাহেবের দ্বিতীয়া কন্যা মোসাম্মাৎ সেলিনা বেগমের ৩০০১ (তিন হাজার এক) টাকা দেন-মোহর ধার্য্যে ৪নং বক্সীবাজার, ঢাকাস্থ "দারুতবলীগে" শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।

(২) বিগত ২১শে মার্চ ১৯৭৫ ইং রোজ শুক্রবার বাদজুমা, খুলনা নিবাসী মরহুম জনাব আবদুল আজিজ সাহেবের পুত্র হুজ্জাতুল্লাহ্ সাঈদ সাহেবের সহিত মিরপুর—ঢাকা নিবাসী আল-হাজ মোঃ আবদুস সালাম সাহেবের কনিষ্ঠ কন্যা মুসাম্মাৎ নাসীমা বেগম (মুক্তা)-এর ১০,০০১ (দশ হাজার এক টাকা) দেন-মোহর ধার্যে ৪নং বকসী বাজার রোড, ঢাকাস্থ আহ্‌মদীয়া মসজিদে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।

উভয় বিবাহের খোৎবা সদর মুরুব্বী মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ পাঠ করেন।

বিবাহ মজলিসে জনাব আমীর সাহেব সহ বহু গন্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া নব দম্পতি দ্বয়ের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য দোয়া করেন।

# বিবাহ ও জীবন হাদীসের আলোকে

(৮) হে যুবকগণ, তোমাদের মধ্যে যাহাদের কামোত্তেজনা আছে, তাহারা বিবাহ কর এবং নিশ্চয়ই এতদ্বারা কুদৃষ্টি বন্ধ হইবে এবং লজ্জা স্থানের পবিত্রতা রক্ষা হইবে। যে বিবাহ করিতে (আর্থিক ভাবে) অক্ষম, তাহাকে রোজা রাখিতে হইবে। নিশ্চয়ই ইহা খাশী হওয়ার স্থলাভিষিক্ত। (ইবনে মাজা)

(৯) যে ব্যক্তি পবিত্র ও শুচী হইয়া আল্লাহ্‌র সহিত মিলিত হইতে চায়, সে যেন ভদ্র মহিলাকে বিবাহ করে। (ইবনে মাজা)

(১০) যে ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই ধর্মের অর্দ্ধেক অংশকে পূর্ণ করিয়াছে। অতঃপর বাকী অংশের জন্য সে আল্লাহ্‌র প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করুক। (বায় হাকী)

(১১) সেই বিবাহ সর্বাপেক্ষা অধিক আশিসময়, যাহাতে কষ্ট স্বল্পতম।

(১২) পুত্র জন্মিলে পিতার কর্তব্য, তাহাকে উত্তম নাম দেওয়া এবং সদাচরন শিক্ষা দেওয়া ও যখন সে বয়স্ক হয়, তখন তাহার বিবাহ দেওয়া। বয়স্ক অবস্থায় বিবাহ না দিলে যদি কেহ ব্যভিচার করে, তাহার পাপ তাহার পিতার উপর বর্তিবে। (বায় হাকী)

(১৩) তৌরিতে বর্নিত আছে, মেয়ে বার বৎসর বয়স্ক হওয়ার পর বিবাহ না দিলে যদি সে ব্যাভিচারিনী হয়, তাহার পাপ পিতার উপর বর্তিবে। (বায় হাকী)

অনুবাদ—মৌঃ মোহাম্মাদ

# শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জমায়াতের সামনে দোয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল :

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৮০ মাস পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোযা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করুন।

(৩) কমপক্ষেসাতবার সুরা ফাতিহা পাঠ করুন। নিক

(৪) নিম্নলিখিত দোয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুন :—

(ক) সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদিউঁ ওয়া আলি মুহাম্মাদ —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি জামবিউঁ ওয়া আতুব ইলাইহি —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঘ) আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসির —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) ইয়া হাফিযু ইয়া আজিজু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহফজনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

# আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং নততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিড়িয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"—

(অর্থাৎ—"সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ")

(আইয়ামুস সুলেহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
*Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.*